নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ১৯২০/২০১৭

মোঃ মোসলেহ উদ্দীন

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

------প্রতিপক্ষদ্বয়

এ্যাডভোকেট আহমেদ মাহবুবুল আব্দুল এইচ খান

---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট এ,এস,এম কামাল আমরোহী চৌধুরী

----------দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৭.০২.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিশেষ জজ, ১ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৮/২০১২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০১.০২.২০১৭ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, অত্র আপীলকারী মোসলেহ উদ্দিন, জাতীয় যক্ষানিয়ন্ত্রণ প্রকল্প শ্যামলী, ঢাকা এর ষ্টোর কিপার হিসেবে কর্মরত থাকাকালে বিগত ইংরেজী ১২.০৭.১৯৯৮ তারিখ হতে ১৭.০৬.১৯৯৯ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাউচারের বিপরীতে সর্বমোট ২,৩২,৯৮৫/১২টাকা আত্মসাৎ করেন। বাদীর উপরোক্ত লিখিত অভিযোগ প্রাপ্ত হয়ে মোহাম্মদপুর থানা ডিউটি অফিসার মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং ৭৩ তারিখ ৩০.০৫.২০০৪ ধারা ৪২০/৪০৯/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ দন্ডবিধি এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা রুজু করে এবং অভিযোগটি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন এর তফসীলভুক্ত অপরাধ হওয়ায় মামলার তদন্তকার্য দুদক কর্তৃক সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তভার

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

প্রাপ্ত হয়ে বাদী কর্তৃক জব্দকৃত আলামত পর্যালোচনা করেন, সাক্ষীদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন এবং জব্দকৃত আলামতের রেকর্ডসমুহ জব্দ করেন। সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও জব্দকৃত আলামত পর্যালোচনায় আসামী মুসলেহ উদ্দিন এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় বিগত ইংরেজী ২৪.০২.২০১১ তারিখে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ বিগত ইংরেজী ০৩.০৭.২০১১ তারিখে শুনানী অন্তে আসামী মোঃ মোসলেহ উদ্দিন এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ বিচার্থে আমলে গ্রহন করেন। অতঃপর মোকদ্দমাটি বিচার নিস্পত্তির জন্য বিজ্ঞ বিশেষ জজ, আদালত নং ১, ঢাকায় প্রেরন করলে বিগত ইংরেজী ১০.০৬.২০১২ তারিখে আসামী মোঃ মোসলেহ উদ্দিন এর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। আসামী পলাতক থাকায় তাকে গঠিত অভিযোগ পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো সম্ভব হয় নাই।

মোকদ্দমা শুনানী শুরু হলে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ মোট ০৬ জন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন করেন। আসামীপক্ষ উক্ত সাক্ষীদের পরীক্ষা করেন। সাক্ষ্য গ্রহন সমাপান্তে আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারামতে পরীক্ষা করা হলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করে সাফাই সাক্ষী দিবে না এবং কোন কাগজপত্র দাখিল করবেনা মর্মে জানান।

রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত মামলার সাক্ষ্য প্রমানাদির ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষন পূর্বক বিজ্ঞ বিশেষ জজ, আদালত নং-১, ঢাকা বিগত ইংরেজী ০১.০২.২০১৭ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আসামী মোঃ মসলেহ উদ্দিন এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্থক্রমে ধারা ৪২০দন্ডবিধি-এ ১(এক) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ৩(৩)মাস কারাদন্ড এবং ধারা ৪৬৭ দন্ডবিধি-এ ১(এক) বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ের আরও ০৩(তিন) কারাদন্ড, এবং ধারা ৪৬৮ দন্ডবিধি-এ ১(এক) বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ের

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আরও ০৩(তিন) কারাদন্ড, ধারা ৪৭১ দন্ডবিধি-এ ১(এক) বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ের আরও ০৩(তিন) কারাদন্ড এবং ধারা ৪০৯ দন্ডবিধি-এ ১(এক) বছর সশ্রম কারাদন্ড সহ ২,৩২,৯৮৫.১২/-(দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার নয়শত পচাশি টাকা বারো পয়সা) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন।

বিজ্ঞ বিশেষ জজ, আদালত নং-১, ঢাকা কর্তৃক উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে অত্র আপীলকারী মোঃ মসলেহ উদ্দিন বর্তমান আপীলটি দাখিল করেন।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আহমেদ মাহবুবুল আব্দুল এইচ খান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ,এস,এম কামাল আমরোহী চৌধুরী, দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী আপীলের দরখাস্ত এবং নথি পর্যালোচনা করা হল। আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আহমেদ মাহবুবুল আব্দুল এইচ খান এবং দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ,এস,এম কামাল আমরোহী চৌধুরী এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ বিশেষ জজ, ১ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৮/২০১২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০১.০২.২০১৭ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১ মোসাঃ মাহফুজা খাতুন, পরিদর্শক (টাঃ ফোঃ-৪), দুর্নীতি দমন ব্যুরো, বাংলাদেশ ঢাকা এ মর্মে এজাহার দায়ের করেন যে, বিএসসি নথি নং-৭০- ২০০৩/টাঃফোঃ-৪ এর অনুসন্ধানকালে দেখা যায় জাতীয় যক্ষানিয়ন্ত্রন প্রকল্প শ্যামলী, ঢাকা এর ষ্টোর কিপার মোসলেহ উদ্দিন প্রতারনা ও জালিয়াতির আশ্রয়ে অপরাধজনক বিশ্বাস ভংগ করতঃ ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে অর্থাৎ ১২/৭/৯৮ তারিখ থেকে ১৭/৬/৯৯ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাউচারের বিপরীতে ২৫,০০০টি রিফামপিসিন (৪৫০ মিঃগ্রাঃ) ষ্টক রেজিষ্টারে অতিরিক্ত বিতরন দেখিয়ে তার মূল্য বাবদ প্রতিটি ৩.৩৫/- টাকা হিসেবে (২৫,০০০ x ৩.৩৫)=৮৩,৭৫০/- টাকা, ২৪/৫/৯৯ ইং তারিখ থেকে ৬/৬/৯৯ তারিখ পর্যন্ত ৫৮,০০০টি পাইরাজিনামাইড এর মূল্য বাবদ প্রতিটি ১.৫১ টাকা হিসেবে (৫৮,০০০ X ১.৫১) = ৮৭, ৫৮০/- টাকা, ১২/৭/৯৮ তারিখ থেকে ২০/৫/৯৯ তারিখ পর্যন্ত

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

২,০০০ টি রিফামপিসিন (১৫০ মিঃ গ্রাঃ) এর মূল্য বাবদ প্রতিটি ৪.৪২ টাকা হিসেবে (১,০০০ x ৪.৪২) = ৪,৪২০/- টাকা, ১/৭/৯৯ তারিখ থেকে ৫/৪/৯৯ তারিখ পর্যন্ত ৫০,০০০টি INH এর মূল্য বাবদ প্রতিটি .১৩ টাকা হিসেবে (৫০,০০০ x ১৩) =৬,৫০০/- টাকা, ৮/৭/৯৮ তারিখ থেকে ২২/৩/৯৯ তারিখ পর্যন্ত ১৫" x ১২" সাইজে ১২ প্যাকেট X-Ray flim এর মূল্য বাবদ প্রতিটি ২,৩৫৮.১২ টাকা হিসেবে ১২ x ২,৩৫৮.১২) = ২৮, ২৯৭.৪৪ টাকা, ২০/৭/৯৮ তারিখ থেকে ৬/৬/৯৯ তারিখ পর্যন্ত ১০" x ১২" সাইজের ৯ প্যাকেট X-Ray flim এর মূল্য বাবদ প্রতিটি ১,৫৭২.১৬ টাকা হিসেবে (৯ x ১,৫৭২.১৬) = ১৪, ১৪৯.৪৪ টাকা এবং ২/১০/৯৮ তারিখ থেকে ৫/৬/৯৯ তারিখ পর্যন্ত ৮" x ১০" সাইজের ৬ প্যাকেট X-Ray flim এর মূল্য বাবদ প্রতিটি ১,০৪৮.০৪ টাকা হিসেবে (৬ x ১,০৪৮.০৪) = ৬২৮৮.২৪ টাকা সহ সর্বমোট (৮৩,৭৫০+ ৮৭,৫৮০+ ২,০০০ + ৪,৪২০ + ৬,৫০০+ ২৮,২৯৭.৪৪+ ১৪,১৪৯.৪৪+ ৬,২৮৮.২৪) = ২,৩২,৯৮৫/১২ টাকা আত্মসাৎ করেন।

বাদীর উপরোক্ত লিখিত অভিযোগ মোহাম্মদপুর থানার ডিউটি অফিসার এস.আই. মোঃ সাখাওয়াত হোসেন প্রাপ্ত হইয়া এজাহার কলাম পূরন পূর্বক মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-৭৩ তাং ৩০/০৫/০৪;ধারা-৪২০/৪০৯/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ পি.সি এবং ১৯৪৭ সনের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা রুজু করেন এবং অভিযোগটি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন এর তফসীলভূক্ত অপরাধ হওয়ায় মামলার তদন্ত কার্য দুদক কর্তৃক সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তদনুযায়ী দুদক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আবু নাছিরকে মামলার তদন্তভার অর্পন করা হয়।

তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া বাদী কর্তৃক জব্দকৃত আলামত পর্যালোচনা করেন, সাক্ষীদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন ও জব্দকৃত আলামতের রেকর্ডসমূহ জব্দ করেন। তদন্তকালে সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও জব্দকৃত আলামত পর্যালোচনায় আসামী মোঃ মসলেহ উদ্দিন এর বিরুদ্ধে পেনাল ৪০৯/ ৪২০/৪৬৭/ ৪৬৮/৪৭১ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ করেছে মর্মে প্রার্থমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমতি চাহিয়া সাক্ষ্যের স্বারকলিপি দাখিল করেন।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরবর্তীতে দুদক, প্রধান কার্যালয় ঢাকার স্বারক নং- সি/৭/২০০৪/টাঃ ফোঃ-৪/ অঃনিঃবিঃ সেল- ১/২৬৯৮ তারিখ-০৭/০২/২০১১ইং মূলে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া মোহাম্মদপুর থানার অভিযোগপত্র নং-১০৯; তারিখ ২৪/০২/১১ ইং দাখিল করেন । *মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা বিচারিক আদালতে নথিটি প্রেরনের নিমিত্তে বিজ্ঞ সি.এম.এম. ঢাকা এর নিকট প্রেরন করেন। বিজ্ঞ সি.এম.এম. ঢাকা নথি প্রাপ্তির পর মামলাটি বিচার নিস্পত্তির জন্য মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা বরাবরে প্রেরন করেন। বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মামলার নথি প্রাপ্ত হইয়া বিগত ০৩/০৭/১১ ইং তারিখে শুনানী অন্তে আসামী মোঃ মোসলেহ উদ্দিন এর বিরুদ্ধে পেনাল কোড এর ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারা তৎসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারার অপরাধ বিচার্থে আমলে গ্রহণ করেন। অতঃপর মামলাটি বিচার নিস্পত্তির জন্য অত্র আদালতে প্রেরন করেন।* *অত্রাআদালত নথি প্রাপ্ত হওয়ার পর বিগত ১০/০৬/১২ ইং তারিখে আসামী মোঃ মোসলেহ উদ্দিন এর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪২০/৪০৯/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। আসামী মোঃ মোসলেহ উদ্দিন পলাতক থাকায় তাহাকে গঠিত অভিযোগ পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো সম্ভব হয় নাই ।* *মামলার শুনানী শুরু হইলে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের জন্য রাষ্টপক্ষ মোট ০৬ জন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন করেন। আসামীপক্ষ উক্ত সাক্ষীদের পরীক্ষা করেন। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত হওয়ার পর আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারামতে পরীক্ষার জন্য লওয়া হইলে উপস্থিত আসামী মোঃ মোসলেহ উদ্দিন নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া সাফাই সাক্ষী দিবেন না এবং কোন কাগজপত্র দাখিল করিবেন না মর্মে জানান।* *আসামীর ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষাকালে স্বতন্ত্র কোন বক্তব্য পাওয়া যায় নাই তবে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদেরকে আসামী*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

মোঃ মোসলেহ উদ্দিন পক্ষে জেরা করার ধরন ও জেরা করার সময় প্রদত্ত সাজেশান থেকে আসামীপক্ষের এই মর্মে আত্মরক্ষামূলক বক্তব্য পাওয়া যায় যে, এই আসামী ঘটনার সহিত জড়িত না। তদন্তকারী কর্মকর্তা সঠিকভাবে তদন্ত না করিয়া তাহাকে মিথ্যাভাবে মামলায় জড়িত করিয়াছে। কাজেই, আসামী আনীত অভিযোগ হইতে খালাস পাইবে।

সিদ্ধান্তে বিষয়

১। আসামী মোসলেহ উদ্দিন জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের ষ্টোর কিপার হিসাবে কর্মরত থাকাকালে জাল জালিয়াতির মাধ্যমে ষ্টক লেজারে ঔষধ পত্রের ভূয়া সরবরাহ দেখাইয়া প্রতারনার আশ্রয় লইয়া উহা সঠিক হিসাবে ব্যবহার পূর্বক ২,৩২,৯৮৫/১২ টাকার সরকারী ঔষধ পত্র আত্মসাৎ করিয়াছে কিনা?

২। রাষ্ট্রপক্ষ এই আসামীর বিরুদ্ধে আনীত পেনাল কোডের ধারা ৪২০/৪০৯/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে কিনা এবং আসামীকে উপরোক্ত ধারায় শাস্তি দেওয়া যায় কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয়ঃ ১-২৪

আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয় একত্রে লওয়া হইল । প্রথমেই রাষ্ট্রপক্ষের পরীক্ষিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য আলোচনা করা প্রয়োজন। সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১ মাহফুজা খাতুন তার জবানবন্দিতে বলেন, সহকারী পরিচালক, দুদক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় দায়িত্বরত। আসামী মোসলেউদ্দিন সাবেক ষ্টোর কিপার জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প শ্যামলী ঢাকা প্রতারনা ও জালিযাতির আশ্রয়ে অপরাধ জনক বিশ্বাস ভংগ করতঃ ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বৎসরের ১২- ৭-৯৮ ইং তারিখ হতে ১৭/৬/৯৯ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন ভাওচারের মাধ্যমে এজাহারে বর্ণিত বিভিন্ন ঔষধ ও X-Ray ফ্লিমের মূল্য বাবদ ২,৩২,৯৮৫.১২ টাকা আত্মসাৎ করে দণ্ড বিধির ৪২০/৪০৯/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ও ১৯৪৭ সনের দূর্নীতি প্রতিরোধ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ করায় আসামীর বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় অত্র মামলার এজাহার করি। এজাহার ও আমার স্বাক্ষর প্রদঃ ১, ১/১। **** আসামীপক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আমি বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত আছি। আমি উপ-পরিচালক হিসেবে ১লা জানুয়ারী/২০১৫ থেকে প্রধান কার্যালয়, ঢাকাতে যোগদান করেছি। সত্য যে, আমি তদন্তকার্যে ছিলাম না । কর্তৃপক্ষ মামলা দায়েরের অনুমোদন দিলে আমি অনুসন্ধান প্রতিবেদন সহ সংশ্লিষ্ট কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া এজাহার দায়ের করেছি।* *সাক্ষী পি.ডব্লিউ-২ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম তার জবানবন্দিতে বলেন- বিলুপ্ত দূর্নীতি দমন ব্যুরোর নথি নং-৭০-২০০৩/ট্রাঃফোঃ সেঃ নথি অনুসন্ধানের জন্য আমার নামে হাওলা করা হয়। অনুসন্ধান কালে গত ১৯/১০/০৩ ইং তারিখে দিলীপ চন্দ্র দত্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা,জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প শ্যামলী ঢাকা উপস্থাপন করত রেকর্ড পত্র জব্দ করি। জব্দ তালিকা ক্রমিক নং-৪ এর গ হইতে ঞ ক্রমিকে রেকর্ড পত্র জব্দ করা হয়। জব্দ তালিকা ও তাহাতে আমার স্বাক্ষর প্রদঃ ২, ২/১ মূল জব্দ তালিকা ৭২(৫)২০০৪ ইং মামলার নথিতে আছে। অনুসন্ধান কালে জব্দকৃত রেকর্ড পত্র প্রাপ্ত তথ্যাদী পর্যালোচনায় আসামী মোসলেহ উদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা রুজুর সুপারিশ করে প্রতিবেদন দাখিল করি। আমার বদলীর কারনে রেকর্ড পত্র পরবর্তী অনুসন্ধান কারী কর্মকর্তা মাহফুজা খাতুনের নিকট হস্তান্তর করি ।* **** আসামী পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আমি এই মামলার অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ছিলাম। বিগত ২৩/৯/০৩ ইং তারিখে আমাকে অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। আমি ১৯/১০/০৩ ইং তারিখে ঘটনাস্থলে গিয়াছি এবং কাগজাদি জব্দ করি। আমি আরও ৩/৪ বার ঘটনাস্থলে গিয়াছি কিন্তু তারিখ মনে নাই। ঘটনাস্থলে গিয়া যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়কের সাথে দেখা করিয়া ছিলাম। আমি অভিযোগকারী ডিজি (স্বাস্থ্য) এর সাথে কথা বলি নাই। ডিজি (স্বাস্থ্য) থেকেই আমি বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন পাইয়াছিলাম। আমি তদন্ত প্রতিবেদনে পেয়েছি আসামী মোসলেম অর্থ আত্মসাৎ করেছে। এই আসামী মোসলেম বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তে অভিযোগ প্রমানিত হয় নাই এই মর্মে কোন তথ্য পাই নাই। আমি ষ্টোর রুম খোলা অবস্থায়*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

পেয়েছি। আমি ষ্টোর রুমে কাহাকেও পাই নাই। ষ্টোর রুমের ৪ দিকে কি কি আছে তাহা বলতে পারবো না। জব্দ তালিকায় অনুলিপি উক্ত অফিসের প্রশাসনিক কর্মকর্তা দিলীপ চন্দ্র দত্তকে দিয়াছিলাম। জব্দ তালিকা করার সময় সাক্ষী মোঃ মিজানুর রহমান অফিস সহকারী, ও মোঃ আবুল কাশেম এমএলএসএস উপস্থিত ছিল। জব্দ করার সময় আরও অনেকে উপস্থিত ছিল। আমি অনুসন্ধানকালে অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আমি দিলীপ কুমার দত্তকে সাক্ষী করেছি। আমি অনুসন্ধানকালে অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি কিন্তু সকলকে সাক্ষী করি নাই ! সত্য নয় যে, সত্য ঘটনা প্রকাশ পাবে এজন্য বাধ্যগত সাক্ষীদেরকে সাক্ষী করেছি এবং অনেককে বাদ দিয়াছি। বিগত ২৮/০৩/০৫ ইং তারিখে আমি অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করি। অনুসন্ধানকালে পরিক্ষীত সাক্ষীরা আসামী মোসলেম উদ্দিন ব্যতীত অন্য কাহারও নাম বলে নাই। সত্য নয় যে, আমি প্রভাবিত হয়ে এই আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেছি।

সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৩ মিজানুর রহমান তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ১৯/১০/০৩ ইং ১৭০০ টায় দুদক প্রধান কার্যালয়ের দীলিপ চন্দ্র দত্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের উপস্থাপন মতে জব্দ তালিকায় ক হইতে ঞ ক্রমিকের কাগজ পত্র আমার উপস্থিতিতে জব্দ করে। জব্দ তালিকায় ক্রমিকে আমার স্বাক্ষর আছে। স্বাক্ষর প্রদঃ ২/২।

**** আসামীপক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, জাতীয় নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, তেজগাও এ কর্মরত আছি। ২০১৩ সালে বর্তমান কর্মস্থলে আছি। এই প্রতিষ্ঠানের পূর্বে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত ছিলাম। এই মামলার ঘটনার সময় আমি জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পে কর্মরত ছিলাম না। মামলা অনুসন্ধানকালে আমি যক্ষা হাসপাতালে কর্মরত ছিলাম। জব্দ করা কাগজাদি পর্যালোচনা করি নাই। তবে জব্দকৃত কাগজাদি আমি দেখেছি। সত্য নয় যে, আমি কাগজাদি জব্দ কালীন সময়ে ছিলাম না । সত্য নয় যে, মিথ্যাভাবে সাক্ষী হয়েছি।*

সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৪ ডাঃ দিলুয়ারা বেগম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, আমি বিগত ২০০৩ ইং সনে অতিঃ মহা পরিচালক (উন্নয়ন) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী ঢাকায় কর্মরত থাকা কালে আমাদের

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অধিন্যস্ত জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন ষ্টোরের কক্ষ নং-১৭ এর তালা ও ঔষধ সামগ্রী খোয়া যাওয়া প্রসঙ্গে বিগত ২৫/৩/০৩ তারিখ আমার সভাপতিত্বে ২ জন সদস্য ডাঃ গোলাম কাদের ডাঃ সিবগাত উল্লাহর সমন্বয়ে তদন্ত করে ডিজি বরাবরে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করি। উক্ত প্রতিবেদনের ৮ পাতা ফটোকপি দাখিল করিলাম। ১৮/৬/০৩ ইং তারিখ এই প্রতিবেদন দাখিল করি। ষ্টোর কিপার মোসলেম উদ্দিনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করি। সে আদালতে অনুপস্থিত। এই আমার জবানবন্দী।

**** আসামী পলাতক থাকায় জেরা করা হয় নাই।*

**** পুনঃ জবানবন্দীঃ এই সেই ১৮/৬/০৩ ইং তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন এবং এই আমার স্বাক্ষর। প্রতিবেদন প্রদঃ ৪ হল। স্বাক্ষর প্রদঃ ৪/১ হল।*

**** আমি ২০০৩-২০০৪ সনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে অতিঃ মহা পরিচালক পদে কর্মরত ছিলাম। আমি যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পে কর্মরত ছিলাম না। আমি তদন্তের সময় আসামী মোসলেম উদ্দিনকে দেখেছি। এই আসামী ২৪/২/০৩ ইং থেকে ০৫/০৩/০৩ ইং পর্যন্ত ছুটিতে ছিলেন। যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পে অডিট হয় কিনা বলতে পারবো না। আমরা মোট ৪ দিন তদন্ত করেছি। আমাদের আগে এই ঘটনায় তদন্ত হয়েছে। আমি জানি না ২৬/১/০৬ ইং তারিখে বিভাগীয় তদন্তে এই আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হয় নাই মর্মে প্রতিবেদন দিয়াছে কিনা? ৫/৩/০৩ ইং তারিখের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়টি মামলা হয়েছে তাহা জানি না। আমি জানি না আসামী মোসলেম উদ্দিন প্রকল্পে কর্মরত আছেন কিনা? সত্য নয় যে, আমি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এই আসামীর প্রতি হিংসা বীদ্বেশ নিয়ে মিথ্যা প্রতিবেদন দিয়াছি। তদন্তের সময় এই আসামীকে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছিল এবং তিনি উপস্থিত ছিলেন। যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের এই ঘটনা নিয়ে থানায় মামলা হয়েছিল কিনা বা জিডি দাখিল হয়েছিল কিনা তাহা জানা নাই। সত্য নয় যে, তদন্তে কোন ঔষধ বা আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র খোয়া যাওয়ার তথ্য পাই নাই। তদন্তের সময় কোন কাগজাদি জব্দ করি নাই। সত্য নয় যে, তদন্ত প্রতিবেদন মিথ্যা ভিত্তিহীন ও মনগড়া ।*

সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৫ মোঃ আরিফুজ্জামান তার জবানবন্দীতে

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বলেন যে, বিগত ১৯/১০/০৩ ইং তারিখ তৎকালীন দূর্নীতি দমন বুরো কর্তৃক প্রশাসনিক কমকর্তা দিলীপ চন্দ্র দত্তের উপস্থাপন মতে জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প শ্যামলী এর দপ্তর হইতে মামলা সংক্রান্ত কাগজাদি জব্দ করে। অতঃপর ২৪/১০/১০ ইং তারিখ উক্ত জব্দকৃত কাগজাদি আমার জিম্মায় প্রদান করেন। উক্ত জিম্মা নামা প্রদঃ ৩ আমার স্বাক্ষর প্রদঃ ৩/১ । জিম্মায় গ্রহণকৃত কাগজাদির মূল কপি অন্য আদালতে বিচারাধীন মামলায় দাখিল করায় সত্যায়িত ফটোকপি অত্র আদালতে দাখিল করিলাম। দাখিলকৃত কাগজাদি জিম্মানামায় উল্লেখিত আছে। এই আমার জবানবন্দী।

**** আসামী পলাতক থাকায় জেরা করা হয় নাই।*

পুনঃ জবানবন্দীঃ বিগত ১৯/১০/০৩ ইং তারিখে বিকাল ১৭.০০ ঘটিকায় জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের তৎকালীন প্রশাসনিক কর্মকর্তা দিলীপ চন্দ্র এর উপস্থাপনমতে কাগজাদি সহ ঃ পরিদর্শক জাহাঙ্গীর আলম জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করেন। জব্দকৃত কাগজাদি জব্দ তালিকার ক্রমিক নং-৪(ক) ও (ঞ) তে বর্ণিত আছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম জব্দকৃত কাগজাদি আমার জিম্মায় প্রদান করেন। এই সেই জিম্মায় নেওয়া জব্দ তালিকার বর্ণিত ৪(ক)-(জ) ও (ঞ) দাখিল করিলাম। জব্দ তালিকার বর্ণিত ৪(ক) ক্রমিকে তদন্ত প্রতিবেদন যাহা পূর্বে প্রদঃ ৪ হয়েছে। ৪(খ)-(জ) ও (ঞ) ক্রমিকের কাগজাদি যথাক্রমে প্রদঃ ৫,৬,৭,৮,৯,১০,১১ ও ১২ হল।

**** আসামীপক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আমি শ্যামলীতে যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পে প্রধান সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলাম। উক্ত প্রকল্পে ৮/১১/০৯ ইং তারিখে যোগদান করি এবং ৪/৫/১১ ইং তারিখ পর্যন্ত আমি প্রকল্পে ছিলাম। সত্য যে, প্রশাসনিক কর্মকর্তা দিলীপ কুমারের উপস্থাপনমতে জব্দ তালিকা মূলে কাগজাদি জব্দ করে আমার জিম্মায় দেয়। আমি কাগজাদি জব্দ করার সময় উপস্থিত ছিলাম না। তদন্ত প্রতিবেদন, মূল্য তালিকা ও কিছু অফিস আদেশ ফটোকপি ছিল এবং বাকী কাগজাদি মূল কাগজাদি ছিল। ৫/৩/০৩ ইং তারিখের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোট ৬টি মামলা হয়েছে। সত্য যে, ৬টি মামলায় একই কাগজাদি দাখিল করা হয়েছে। বিগত ২৪/১০/১০ ইং তারিখে জিম্মায় নেয়া কাগজাদি আমাকে বুঝাইয়া দেয়া হয়। সত্য যে, ২৪/২/০৩ ইং থেকে ০৫/৩/০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আসামী মোসলেম উদ্দিন ছুটিতে ছিলেন। আসামী ছুটি শেষে কোন তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করে তাহা আমি জানি না এবং বলতে পারবো না। আহম্মদ আলী, আজিজ ও অপর একজনকে দায়িত্ব অবহেলার কারনে কারণ দর্শানো হয়েছিল একথা সত্য আমি জানি না আসামী মোসলেম উদ্দিনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কিনা। যাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছিল তাদেরকে মামলায় আসামী করা হয় নাই। সত্য নয় যে, আহম্মদ, আজিজ ও অপর ১জনকে শোকজ নোটিশ দেয়া হলেও প্রকৃত ঘটনা গোপন করার জন্য তাদেরকে আসামী করা হয় নাই। জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পে অডিট হয়। আমার কর্মকালীন সময়ে ১টা অডিট হয়েছিল। উক্ত অডিটে এই আসামীকে জড়িত করিয়া কোন প্রতিবেদন দেয় নাই । ২৬/১/০৬ ইং তারিখের বিভাগীয় তদন্ত সম্পর্কে জানি। বিভাগীয় তদন্তে এই আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হয় নাই মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। আমি জানি এই আসামী এখনও কর্মরত আছেন। আমার জানা নাই এই ঘটনার আগে বা পরে এই আসামীর বিরুদ্ধে কোন মামলা হয়েছে কিনা? সত্য যে, আমাকে সাক্ষী করায় আমি সাক্ষ্য দিলাম।

সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৬ মোঃ আবু নাসির তার জবানবন্দীতে বলেন যে, বিগত ২০১০ সনে দূর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় সহঃ পরিচালক হিসাবে কর্মরত থাকাকালে দুদক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-১৫৩৫০; তাং- ০৫/৮/২০১০ ইং অনুসারে মামলাটি তদন্তের জন্য আমার নামে হাওলা করে। এই সেই ১৫৩৫০ নং স্মারক, তাং-০৫/৮/২০১০ ইং যাহা প্রদঃ ১৩ হল। মামলাটি তদন্ত কালে আমি ১৬ জন সাক্ষীর জবানবন্দী রেকর্ড করি এবং ১৯/১০/০৩ ইং তারিখের ১৭.০০ ঘটিকায় প্রস্তুতকৃত জব্দ তালিকার কাগজাদী সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র, সাক্ষীদের গৃহীত জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় আসামী মোঃ মোসলেম উদ্দিন শ্যামলী জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পে ১৯৮৭-২০০৩ সাল পর্যন্ত সময়ে ষ্টোর কিপার পদে কর্মকালে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ঔষধ, এক্সরে প্রিন্ট ইত্যাদি মালামাল গ্রহণ ও সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন। তদন্তকালে বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন সহ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রমানাদি থেকে দেখা যায় আসামী গত ০৮/৭/৯৮ ইং তারিখ থেকে ০৩/৮/৯৯ ইং পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন ঔষধ ও মালামাল যথাক্রমে রিফামপিসিন, পাইরাজিনামাইড, রিফামপিসিন, এইএনএইচ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

(INH), X-Ray Flim যাহা প্রতিষ্ঠানের ষ্টক রেজিষ্ট্রার সহ অন্যান্য রেকর্ড পত্রে মোট ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৮৫/১২ টাকা মূল্যের মালামাল অতিরিক্ত বিতরন দেখাইয়া আত্মসাৎ করে, যাহা তদন্তকালে প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হয়। তৎকারনে আমি আসামীর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪২০/৪০৯/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারা সহ ১৯৪৭ সনের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগপত্র দাখিলের সুপারিশ করিয়া সাক্ষ্যের স্বারকলিপি দাখিল করি। তৎপর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা থেকে ০৭/০২/১১ ইং তারিখের ২৬৯৮ নং স্মারকপত্র মূলে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমোদন প্রাপ্ত হই। এই সেই ০৭/০২/১১ ইং তারিখের স্মারক পত্র নং-২৬৯৮ যাহা প্রদঃ ১৪ হল। উক্ত অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে এই আসামীর বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় অভিযোগ পত্র নং-১০৯; তারিখ-২৪/২/২০১১ ইং দাখিল করি। এই আমার অভিযোগপত্র ও স্বাক্ষর।

**** আসামীপক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ১৯৮৫ সাল থেকে দূর্নীতি দমন কার্যালয়ে কর্মরত আছি। মামলাটি আমি রুজু করি নাই। তবে রেকর্ড পত্র অনুসারে দেখা যায় মামলাটি মোহাম্মদপুর থানায় দায়ের হয়েছে। বিগত ০৫/৮/১০ ইং তারিখে দূর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা থেকে তদন্তভার আমাকে দেয়া হয়। মামলার ঘটনার সময় কাল ০৮/৭/৯৮ ইং থেকে ৫/৮/৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। রেকর্ড পত্র অনুসারে মামলাটি দায়ের হয় ৩০/৫/০৪ ইং তারিখ। বিলম্বে মামলার এজাহার দায়ের সম্পর্কে বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি এবং তিনি জানাইয়াছে অনুসন্ধান করার মধ্যে দূর্নীতি দমন ব্যুরো বিলুপ্ত হওয়ায় মামলার অনুসন্ধান কার্যক্রম ধীরগতি হয়। জনাব জাহাঙ্গীর আলম, পরিদর্শক এই মামলার অনুসন্ধান কার্যক্রম করিয়াছে। আমি অনুসন্ধান প্রতিবেদন দেখেছি। উহা আদালতে দাখিল করি নাই। এই আসামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমোদন নেওয়ার কাগজাদি দাখিল করেছি। ঘটনাস্থলে আমি কতবার গিয়াছি তাহা স্মরন নাই। আমি বাদীকে মৌখিকভাবে আমাদের কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আমি জানি না ০৪/৮/০৫ ইং তারিখে ১ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন হয় কিনা? তদন্তকালে উক্ত ১ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পাই নাই। ঘটনাস্থল প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর অডিট হয় কিনা জানি না। আমার তদন্ত কালে কথিত অডিট প্রতিবেদন আমাকে কেউ দেয় নাই। আমি বাদীর*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

জবানবন্দী গ্রহণ করি নাই। ঘটনাস্থল সনাক্ত করে দেয় প্রতিষ্ঠানটির তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহ অন্যন্য সাক্ষীরা । ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র প্রস্তুত করার প্রয়োজন ছিল না। বিধায় আমি উহা তৈরী করি নাই। ঘটনাস্থলে গিয়া তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করি। ঘটনাস্থলে গিয়া ষ্টোর রুম চালু অবস্থায় দেখি। ঘটনাস্থলের বিল্ডিং কত তলা বিল্ডিং তাহা খেয়াল নাই। সত্য নয় যে, আমি ঘটনাস্থল যাই নাই এবং দূর্নীতি দমন কমিশনে আমার অফিসে বসে অভিযোগ পত্র তৈরী করেছি। বাদী জাহাঙ্গীর আলম মামলার কাগজাদী জব্দ করিয়াছে। জাহাঙ্গীর আলম তাহার কার্যালয়ে জব্দ তালিকা তৈরী করে। ষ্টোর রুম থেকে খোয়ানো যাওয়া ঔষধ পত্র উদ্ধারের কোন প্রচেষ্টা করার দায়িত্ব না থাকায় তাহা করি নাই। তদন্ত কালে আসামী কর্মরত ছিল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। এই মামলার ঘটনার পর থানায় জিডি হয়েছিল কিনা জানি না। সত্য যে, জব্দ তালিকার সাক্ষীদেরকে চার্জশীটেও সাক্ষী করা হয়েছে। তদন্ত কালে সাক্ষীরা এই আসামীর নাম বলেছে। শুনানীর জন্য আসামীকে নোটিশ দেয়ার প্রয়োজন না হওয়ায় দেই নাই। সত্য নয় যে, আমি প্রশাসনের চাপে পড়িয়া মিথ্যা অভিযোগ পত্র দাখিল করেছি। এই ঘটনা সংক্রান্তে ৬টা মামলা হয়েছে এবং আমি ৬টা মামলায় তদন্ত করেছি। সত্য নয় যে, আমার তদন্ত প্রতিবেদন ভিত্তীহীন। ৬টি মামলার জব্দ তালিকা একই ধারাবাহিকতায় কিনা জানি না। সত্য নয় যে, প্রতিহিংসা বশতঃ আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা চার্জশীট দাখিল করেছি।

উল্লেখিত সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১,২,৩,৪,৫ ও ৬ এর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় পি.ডব্লিউ-১ মামলার বাদী, পি.ডব্লিউ-২ অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা, পি.ডব্লিউ-৩ জব্দ তালিকার সাক্ষী, পি.ডব্লিউ-৪ বিভাগীয় তদন্ত কর্মকর্তা, পি.ডব্লিউ-৫ জব্দকৃত কাগজাদির জিম্মাকারী, পি.ডব্লিউ-৬ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।

রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১,৪ ও ৬ এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় তাহারা এই আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১ ও ৪ এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় এই আসামী কর্তৃক ২,৩২,৯৮৫.১২ টাকার ঔষধ আত্মসাতের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। মামলার নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় স্বাস্থ্য

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অধিদপ্তরের নির্দেশে জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পে ষ্টোর রুমে ঔষধপত্র আত্মসাতের ঘটনায় সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৪ এর নেতৃত্বে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৪ এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় তাহারা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশে জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পে ঔষধ সামগ্রী আত্মসাত ঘটনায় তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া বিগত ১৮/০৬/০৩ ইং তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে। সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে আরও দেখা যায় তিনি প্রতিবেদন প্রদঃ ৪ ও তাহার স্বাক্ষর ৪/১ হিসাবে প্রমান করেন। কমিটি কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদনের অংশ নিম্নরূপঃ

"১। ১৯৯৭ সালের অক্টোবর থেকে ৬/১/০৩ ইং পর্যন্ত ক্যাপসুল রিফামগিসিন (৪৫০ মিঃ গ্রাঃ) এর ইনডেন্ট চাহিদা ২,৯০,৬০০টি। এই ভাউচারগুলিতে চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ লেখা আছে ১,৩৪,৫০০টি। কিন্তু ষ্টক লেজারে এই ভাউচারগুলির বিপরীতে সরবরাহ লেখা রয়েছে ৩,৯৪,৬০০টি। অর্থাৎ ইনটেন্ড বইয়ের সরবরাহের কলামে লিপিবদ্ধ পরিমানের চেয়ে রিফামপিসিন ক্যাপসুল ২,৬০, ১০০টি বেশী সরবরাহ বা খরচ লিখে রাখা হয়েছে।

২। ডকসিন (ডকসিন ক্যাপ ও ডকসাসিলিন) ক্যাপসুলের হিসাব পরীক্ষা করে (১/৭/৯৯ থেকে ২৯/০২/০২ পর্যন্ত) দেখা যাচ্ছে যে, ইনডেন্ট ভাউচারের সরবরাহ লেখা আছে ১০,৫০০ টি পক্ষান্তরে ষ্টক লেজারে এসকল ভাউচারের বিপরীতে সরবরাহ লেখা আছে ১,৩৯,০০০টি। অর্থাৎ ষ্টক লেজারে বেশী খরচ বা সরবরাহ লেখা আছে ১,২৮,৫০০টি।

৩। ১/৭/৯৯ থেকে ২৪/৪/০২ ইং পর্যন্ত তালিকাভুক্ত ইনডেন্ট ভাউচারের বিপরীতে কট্রিম টেবলেট সরবরাহের হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, ইনডেন্ট ভাউচারে সরবরাহ লেখা রয়েছে মোট ১০,০০০টি। কিন্তু এসকল ভাউচারের বিপরীতে ষ্টক লেজারে সরবরাহ বা খরচ লেখা রয়েছে ৪৭,০০০টি। অর্থাৎ ৩৭,০০০টি কট্রিম ক্যাপসুল বেশী লিখে রাখা হয়েছে।

৪। ১৩/৫/৯৮ থেকে ৪/৭/২০০০ ইং পর্যন্ত ইনডেন্ট বইয়ের তথ্য অনুযায়ী সেকালেকিসন ক্যাপসুল সরবরাহ করা হয়েছে ২,৫০০টি। কিন্তু একই ভাউচারের বিপরীতে ষ্টক লেজারে

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সেকালেকিসন ক্যাপসুল সরবরাহ বা খরচ লেখা আছে ২২,০০০টি। অর্থাৎ বেশী সরবরাহ লেখা রয়েছে ১৯,৫০০টি। *৫। ২০/৭/৯৯ থেকে ২৭/৪/০২ পর্যন্ত বিতর্কিত ইনডেন্ট ভাউচারে প্যারসিটামল টেবলেট সরবরাহ লেখা আছে ৫,০০০টি। অথচ এসব ভাউচারের বিপরীতে ষ্টকলেজারে লেখা আছে ২৬,০০০টি। অর্থাৎ ২১০০০টি বেশী সরবরাহ লেখা আছে।* *৬। ২/৭/৯৭ থেকে ৮/১০/০২ ইং পর্যন্ত কতিপয় ইনডেন্ট ভাউচার পরীক্ষাকালে দেখা গিয়েছে যে ইনডেন্ট ভাউচারে ইথামবিউটাল টেবলেট ২৯/৯/০১ তারিখের ১৪ নং এবং ১০/১১/০২ ইং তারিখের ১৫ নং ভাউচারের সরবরাহ কলামের লেখা বুঝা যায়না। উল্লেখিত সময়ে ইনডেন্ট ভাউচারে ইথামবিউটাল টেবলেট সরবরাহ লেখা আছে ১,৭০,০০০টি। অথচ ষ্টক লেজারে খরচ লেখা আছে ১১,০০,০০০টি। অর্থাৎ ৯,৩০,০০০টি টেবলেট বেশী লেখা আছে ।* *৭। ২৪/৫/৯৯ থেকে ২৩/৯/০২ ইং পর্যন্ত সংযুক্ত তালিকায় বর্নিত কতিপয় ইনডেন্ট ভাউচারে পাইরোজিনামাইড টেবলেট সরবরাহ লেখা আছে মোট ১,১০,০০০টি কিন্তু স্টক লেজারে সরবরাহ বা খরচ লেখা আছে ৩,৮৩,০০০টি। অর্থাৎ পাইরোজিনামাইভ সরবরাহ বেশী লেখা আছে ২,৭৩,০০০টি।* *৮। ১৩/৭/৯৭ থেকে ২৯/১০/০২ পর্যন্ত বিতর্কিত ইনডেন্ট ভাউচার সমূহে স্ট্রেপটোমাইসিন ইনজেকশন (পানি সহ) সরবরাহ লেখা আছে ১,০০০টি কিন্তু ষ্টক লেজারে সরবরাহ বা খরচ লেখা আছে ১৬,৬৫০টি। অর্থাৎ ষ্টক লেজারে ১৫,৬৫০টি ইনজেকশন বেশী সরবরাহ লেখা আছে।* *৯। ৬/৭/৯৭ ইং তারিখ থেকে ৩/১১/০২ ইং তারিখ পর্যন্ত বিতর্কিত ভাউচার সমূহে আইন.এন.এইচ টেবলেট (৩০০+১০০ মিঃ গ্রাম) চাহিদা পত্রে সরবরাহ করা হয়েছে ১,৯০,০০০টি। কিন্তু ষ্টক লেজারে সরবরাহ বা খরচ লেখা আছে ৬,৫৩,৪০০টি। এছাড়া ষ্টক লেজারের ২৫নং পৃষ্ঠায় ১৮/৮/৯৮ ইং তারিখে ফার্মেসী শাখা থেকে ফেরৎ পাওয়া ৫.৫৭০টি টেবলেট সহ ৫১,১১০টি টেবলেট জমা থাকার কথা। কিন্তু ষ্টক লেজারে জমা লেখা রয়েছে ৪০,০০০টি। অর্থাৎ ১১,১৪০টি টেবলেট কম জমা করা হয়েছে। এখানে ষ্টকলেজারে খরচ*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বা বেশী লেখা আছে ৬,৫৩,৪০০টি। অর্থাৎ ১১,১৪০টি টেবলেট কম জমা করা হয়েছে। এখানে ষ্টকলেজারে খরচ বেশী লেখা আছে ৬,৫৩,৪০০-১,৯০,০০০ = ৪,৬৩,৪০০টি। এর সঙ্গে যোগ হবে জমা লিখে না রাখা ১১,১৪০টি। অর্থাৎ ৪,৭৪,৫৪০টি আইএনএইচ টেবলেট খরচের হিসাব যথাযথ নয়।

১০। সেফ্রোডিন ক্যাপসুল ৫০০ মিঃ গ্রাম এর ইনডেন্ট ভাউচার ৩০/৮/০১ থেকে ১১/৪/০২ ইং পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, ইনডেন্ট ভাউচার অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়েছে ৩০০০টি। কিন্তু ষ্টক লেজারে সরবরাহ বা খরচ লেখা আছে ১৩০০০টি। অর্থাৎ ১০,০০০টি ক্যাপসুল বেশী লেখা আছে। ২৫০ মিঃ গ্রাঃ মানের ৫০০০টি ক্যাপসুল ষ্টক লেজারে ৪২৬ নং পাতায় ২৮/১/২০০০ তারিখে খরচ লেখা আছে কিন্তু কোন ইনডেন্ট নম্বর ও তারিখ উল্লেখ নাই।

১১। ১২/৮/৯৭ থেকে ৩/৬/০২ ইং পর্যন্ত ষ্টকলেজারে সরবরাহ দেখানো মোট ৪৯ প্যাকেট এক্সরে ফিল্ম ১২" x ১৫" এর কোন ইনডেন্ট খুজে পাওয়া গেলনা। বিবরণী সংযুক্ত। ২২/৭/৯৭ থেকে ৯/৮/০২ পর্যন্ত ১০" x ১২" সাইজের ৪০ প্যাকেট এক্সরে ফিল্ম সরবরাহের কথা ষ্টক লেজারে লেখা আছে। কিন্তু কোন ইনডেন্ট নাই। ২২/৭/৯৭ থেকে ১০/১১/৯৯ ইং পর্যন্ত ৮" x ১০" সাইজের ৩৫ প্যাকেট এক্সরে ফিল্ম ষ্টক লেজারে খরচ লেখা আছে কিন্তু কোন চাহিদা পত্র বা সরবরাহের কোন তথ্য প্রমান নাই। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি প্যাকেটে ১০০টি করে ফিল্ম থাকে। সে হিসাবে ১২" x ১৫" সাইজের ১০০ x ৪৯= ৪৯০০টি এবং ১০" x ১২" সাইজের ১০০ x ৪০=৪০০০টি এক্সরে ফিল্ম ইনডেন্ট ছাড়াই ষ্টকলেজারে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। মোট ১২,৩০০টি এক্সরে ফিল্ম আত্মসাতকৃত।

১২। ৫/৪/৯৮ ইং তারিখে ১২" x ১৫" সাইজের দুইজোড়া এক্সরে ফিল্ম ৫/৪/৯৮ তারিখে ১০" x ১২" সাইজের দুই জোড়া ৩০/৬/০২ ইং তারিখে দুই জোড়া, ১৬/৬/৯৮ ইং তারিখে ৮" x ১০" দুই জোড়া এবং ২৮/৮/২০০০ ইং তারিখে ১ জোড়া এক্সরে ফিল্ম সরবরাহ লেখা আছে কিন্তু এসব তারিখের বিপরীতে ইনডেন্ট বইতে কোন সরবরাহ লেখা নাই। অর্থাৎ এগুলো খরচ না করেও খরচ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

দেখানো আছে।

১৩। ষ্টক লেজারে ৩০/৬/০২ তারিখে ২ জোড়া ১২" x ১৫" সাইজের এবং ১০" x ১২" সাইজের দুই জোড়া এক্সরে ফ্যাসেট সরবরাহের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু ইনডেন্ট বইতে সরবরাহের কথা লেখা নাই। ১৯/৬/০২ তারিখে ষ্টক লেজারে ৪ প্যাকেট এক্সরে ডেভেলপার সরবরাহের কথা লেখা আছে কিন্তু কোন ইনডেন্ট নাই ।

১৪। বিগত ৯৭-৯৮ অর্থ বছরে ২৭/৫/৯৮ ইং তারিখে ষ্টোর কিপার কর্তৃক গৃহীত কভার স্লিপ ১৮/১৮ মিঃ মিঃ ১২ বাক্স ষ্টক লেজারে ২৩৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ বা জমা করা আছে। ষ্টক লেজারে ১৩/১০/৯৮ ইং তারিখে ১২ বাক্স কভার স্লিপ সরবরাহ লেখা রয়েছে। কিন্তু এই তারিখে উক্ত মাল এর কোন চাহিদাপত্র পাওয়া গেলনা। এর ক্রয়মূল্য মোট ১০৮০/- (এক হাজার আশি) টাকা মাত্র।

১৫। ২৬/৫/৯৮ ইং তারিখে ষ্টক লেজারের ৩১৭ পাতায় সেন্ট্রিফিউজ টিউব ১০ এমএল জার্মান ১০০টি জমা লেখা আছে। ষ্টক লেজারে ৩/৬/৯৯ ইং তারিখে এই মাল খরচ বা সরবরাহ করা হয়েছে বলে লেখা আছে। কিন্তু ইনডেন্ট বই খুজে ৩/৬/৯৯ ইং তারিখে এই মালের কোন চাহিদাপত্র পাওয়া গেল না। এর ক্রয়মূল্য ১৩০০/- (এক হাজার তিনশত) টাকা মাত্র।

১৬। এভাবে চালান নং-৩ মারফৎ ৯৭-৯৮ অর্থ বছরে লোকাল পারচেজকৃত টেষ্ট টিউব ব্রাস, মাঝারি দেশী ১০টি ক্রয় মূল্য ৬০/- টাকা। টেষ্ট টিউব দেশী ১০০টি, ক্রয় মূল্য ৫০/- টাকা, ভলিউমেটিক ফ্লাঙ্ক (২০০০ এমএল) কাচ ২টি ক্রয় মূল্য ৩৫২০/- টাকা, স্লাইভ বক্স উডেন ১০০ স্লাইভ (চায়না) ৫টি ক্রয় মূল্য মোট ২৬০০/- টাকা, ডাইমন্ড পেলিন জাপান/ইংল্যান্ড ৬টি, ক্রয়মূল্য ৩৯০০/- টাকা । ষ্টক লেজারে (ভলিউম এমএসআর-১) বিভিন্ন পাতায় জমা করা আছে এবং খরচ বা সরবরাহ দেখানো আছে। কিন্তু খরচের তারিখে ইনডেন্ট বইয়ে এসকল মাল এর কোন চাহিদা পত্র পাওয়া গেলনা। অর্থাৎ উক্ত ৩নং চালান মারফৎ ষ্টোর কিপার কর্তৃক গৃহীত লোকাল পারচেজের মালামাল চাহিদাপত্রের অনুকূলে সরবরাহের কোন তথ্য প্রমান নাই। একারনে মালামাল এর মোট ক্রয় মূল্য ১৫,৯৪০/- (পনের হাজার নয়শত চল্লিশ) টাকা মাত্র।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

১৭। আরও দেখা যাচ্ছে যে, উক্ত চালানে লিড নাম্বার ৯-৫সেট ২৭/৫/৯৮ ইং তারিখে এবং ৪/৬/০১ ইং তারিখে ১০ সেট মোট ১৫ সেট ষ্টক লেজারে ২৭৮ পাতায় জমা লেখা আছে। কিন্তু সরবরাহ না থাকলেও জমার ঘরে ১০ সেট লেখা আছে। অর্থাৎ ৫ সেট এর হিসাব লেখা নাই ।

উক্ত তদন্ত কমিটি ডিমান্ড বই ও ষ্টক লেজার সহ সংশ্লিষ্ট কাগজাদী পর্যালোচনায় তদন্ত প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করিয়াছে যে, ঔষধ পত্রের ষ্টক লেজারে ঔষধ সরবরাহ বা খরচ লিখে রাখা হয়েছে কিন্তু উক্ত ঔষধের কোন চাহিদাপত্র নাই এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চাহিদাপত্রে চাহিদা লেখা থাকলেও সরবরাহ কলামে 'নাই' লেখা আছে। অর্থাৎ চাহিত মাল সরবরাহ করা হয়নি। টিউবারকালিন ইনজেকশন ১৩০০টি ভায়াল লোকাল পারচেজ করা হয়েছে, যাহা ষ্টোর কিপার রিসিভ করিলেও তিনি (ষ্টোর কিপার) উহা ষ্টক লেজারে জমা করেন নাই এবং ইনডেন্ট ভাউচারের মাধ্যমে সরবরাহের কোন তথ্য প্রমান পাওয়া যায় নাই । তদন্ত প্রতিবেদন থেকে আরও দেখা যায় ষ্টোর কিপার ঔষধ ও ঔষধ সামগ্রী সরবরাহ না করেই ষ্টক লেজারে সরবরাহ লিখিয়াছে এবং ষ্টক লেজারে জমা না করা মালামাল (ঔষধ, রিএজেন্ট, কেমিক্যাল, এক্সরে ফিল্ম, এক্সরে ক্যাসেট, এক্সরে স্ক্রিন ও চিকিৎসা সামগ্রী ইত্যাদি) যাহার সরকারী মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। তদন্ত টিম প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করিয়াছে ডিমান্ড ভাউচারে সরবরাহ না করে ষ্টক লেজারে সরবরাহ বা খরচ লেখা এবং ঔষধপত্র রিসিভ করে ষ্টক লেজারে লিপিবদ্ধ না করার বিষয়টি নিতান্তই জালিয়াতি। প্রতীয়মান হয় যে, ষ্টোর কিপার জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন বিভিন্ন সময়ে কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের সরকারি ঔষধ আত্মসাৎ করে তা ষ্টক লেজারে খরচ লিখে রেখে ষ্টক লেজার ম্যানটেইন করেছেন ।"

উল্লেখিত তদন্ত প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় এই আসামী জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পে ষ্টোর কিপার হিসাবে কর্মরত থাকাকালে ঔষধ পত্র সরবরাহ না করেই জালিয়াতির আশ্রয় লইয়া প্রতারনার মাধ্যমে ষ্টক লেজারে সরবরাহ দেখাইয়া উহা সঠিক হিসাবে ব্যবহার পূর্বক কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের ঔষধ পত্র আত্মসাৎ করিয়াছে।

আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী নিবেদন করেন যে, যেহেতু

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১৮/০৬/০৩ ইং তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন পর পরবর্তীতে বিগত ২৬/০১/০৬ ইং তারিখের ০১ (এক) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি এই বিষয়ে তদন্ত করে এই আসামীর কোন সংশ্লেষ না পাইয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে সেহেতু পূর্বোক্ত তদন্ত প্রতিবেদন অবৈধ ও ভিত্তিহীন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় আসামীপক্ষের প্রার্থনা অনুযায়ী বিগত ২৬/০১/০৬ ইং তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে তলব করা হলে উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করিয়াছে। উক্ত ২৬/০১/০৬ ইং তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ডাঃ মোঃ নুরুল হক মোল্লা সমন্বয়ে গঠিত ০১ (এক) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তিনি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করে। তাহার প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় তদন্তকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিল, ভাউচার, ইনডেন্ট এর মূল কপি দাখিল না করায় তিনি এই আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হয় নাই মর্মে মতামত দিয়েছেন। কিন্তু বিগত ১৮/০৬/০৩ ইং তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদঃ ৪) থেকে দেখা যায় ০৩ জন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত টিম সংশ্লিষ্ট কাগজাদি অর্থাৎ ষ্টক লেজার, বিল, ভাউচার ও ইনডেন্ট ইত্যাদি পর্যালোচনা করে এই আসামী কর্তৃক বিপুল পরিমান ঔষধ পত্র আত্মসাতের সংশ্লেষ পাইয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছিল। কাজেই, তদন্তকালীন সময়ে ০১ (এক) সদস্যের তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বিল, ভাউচার ও ইনডেন্ট না পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাহাছাড়া ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি কর্তৃক তদন্তের দীর্ঘ ০৩ (তিন) বৎসর পর ০১ (এক) সদস্যের তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত কার্য করা হয়। কাজেই, উচ্চ পর্যায়ের ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত টিম তদন্ত করার পরবর্তীতে নিম্ন পর্যায়ের ০১ (এক) জন কর্মকর্তার দ্বারা তদন্ত হওয়ায় উক্ত ০১ (এক) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনাযোগ্য নয়। উপরোক্ত উচ্চ পর্যায়ের ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত টিম কর্তৃক তদন্ত হওয়ায় তাহাদের তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদঃ ৪) বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য মনে হইতেছে। অপরদিকে প্রদঃ ৫ {৪(খ) } ও প্রদঃ ১০ {৪(ছ) } থেকে দেখা যায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের আত্মসাৎকৃত ঔষধ পত্রের মূল্য তালিকা বর্ণিত আছে। উক্ত প্রদঃ ৫ {৪(খ)} ও প্রদঃ ১০ {৪(ছ) } সহ তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদঃ ৪)

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

পর্যালোচনায় দেখা যায় এই আসামী জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প, শ্যামলী, ঢাকায় ষ্টোর কিপার হিসাবে কর্মরত থাকাকালে জাল জালিয়াতির মাধ্যমে ষ্টক লেজারে ঔষধ পত্রের ভূয়া সরবরাহ দেখাইয়া প্রতারনার আশ্রয় লইয়া উহা সঠিক হিসাবে ব্যবহার পূর্বক ২,৩২,৯৮৫/১২ টাকার সরকারী ঔষধ পত্র আত্মসাৎ করিয়াছে।

আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী আরও নিবেদন করেন যে, যেহেতু জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের ষ্টোর রুমে বিগত ০৪/০৩/০৩ ইং তারিখে চুরি সংঘটিত হয়েছে এবং উক্ত সময়ে এই আসামী ছুটিতে ছিল সেহেতু ষ্টোর রুম থেকে চুরি হওয়া ঔষধ পত্র ও ঔষধ সামগ্রীর জন্য এই আসামীকে অভিযুক্ত করা যায় না। স্বীকৃত বিষয় যে, বিগত ০৪/০৩/০৩ ইং তারিখে জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের ষ্টোর রুমে তালা পাওয়া যায়নি। আরও স্বীকৃত যে, এই আসামী উক্ত তারিকের পূর্ব থেকে ছুটিতে ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত টিম তদন্ত করে প্রতিবেদন (প্রদঃ ৪) দাখিল করিয়াছে। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় তদন্ত টিম ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের জবানবন্দী গ্রহণ করে সরজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন পূর্বক দেখতে পান যে, ষ্টোর রুম চুরি হওয়ার মতো কোন আলামত পরিলক্ষীত হয় নাই। তদন্ত প্রতিবেদন থেকে আরও দেখা যায় তদন্ত টিম মতামত দিয়েছে ষ্টোরের ঔষধ পত্রের হিসাবের গড়মিল ধামাচাপা দেওয়ার জন্য অসৎ উদ্দেশ্যে ষ্টোরের তালা সরিয়ে নিয়ে চুরির ঘটনা অবতারনা করিয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি এই আসামী জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পে ষ্টোর কিপার হিসাবে কর্মরত থাকাকালে ঔষধ পত্র সরবরাহ না করেই জালিয়াতির আশ্রয় লইয়া প্রতারনার মাধ্যমে ষ্টক লেজারে সরবরাহ দেখাইয়া উহা সঠিক হিসাবে ব্যবহার পূর্বক কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের ঔষধ পত্র আত্মসাৎ করিয়াছে। কাজেই, সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আমার নিকট প্রতীয়মান হয় ষ্টোর রুমের ঔষধ পত্র আত্মসাতের ঘটনা ধামাচাপা দেওযার জন্য চুরির ঘটনা অবতারনা করিয়াছে । কাজেই, আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর বক্তব্য অগ্রাহ্য করা হইল।

উল্লেখিত আলোচনাসহ মামলার সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে যে, এই আসামী জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প, শ্যামলী, ঢাকায় ষ্টোর কিপার হিসাবে কর্মরত

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

থাকাকালে জাল জালিয়াতির মাধ্যমে ষ্টক লেজারে ঔষধ পত্রের ভূয়া সরবরাহ দেখাইয়া প্রতারনার আশ্রয় লইয়া উহা সঠিক হিসাবে ব্যবহার পূর্বক ২,৩২,৯৮৫/১২ টাকার সরকারী ঔষধ পত্র আত্মসাৎ করিয়াছে। কাজেই, আসামীকে পেনাল কোড এর ৪২০, ৪০৯৪৬৭,৪৬৮,৪৭১ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ ২ নং আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হইল।

অতএব

আদেশ হয় যে,

এই মামলার আসামী মোসলেহ উদ্দিন এর বিরুদ্ধে পেনাল কোড এর ৪২০,৪০৯, ৪৬৭, ৪৬৮,৪৭১ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ ২ নং আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাহাকে পেনাল কোডের ৪২০ ধারায় ০১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড সহ ১,০০০/- টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইল। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ০৩ (তিন) মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে। পেনাল কোডের ৪৬৭ ধারায় ০১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড সহ ১,০০০/- টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডিত করা হইল। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ০৩ (তিন) মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে। পেনাল কোডের ৪৬৮ ধারায় ০১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড সহ ১,০০০/- টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইল । অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ০৩ (তিন) মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে। পেনাল কোডের ৪৭১ ধারায় ০১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড সহ ১,০০০/- টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইল। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ০৩ (তিন) মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে। পেনাল কোডের ৪০৯ ধারায় ০১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড সহ ২,৩২,৯৮৫.১২ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইল।

আসামীর প্রতি আরোপিত উপরোক্ত অর্থদণ্ড ২,৩২,৯৮৫.১২ (দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার নয়শত পচাশি টাকা বারো পয়সা) টাকা ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৩৮৬ ধারার বিধানের আলোকে তাহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ থেকে আদায়যোগ্য। যদি আরোপিত অর্থদণ্ড ২,৩২,৯৮৫.১২ (দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার নয়শত পচাশি টাকা বারো পয়সা) টাকা তাহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ থেকে আদায় করা

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সম্ভব না হয়, তবে তিনি অর্থদন্ড অনাদায়ে অতিরিক্ত আরও ০১ (এক) বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে।

আসামীকে সরকারী সম্পদ আত্মসাতের অভিযোগে পেনাল কোডের ৪০৯ ধারায় শাস্তি আরোপ করায় তাহাকে ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় শাস্তি দেওয়া হইল না।

আসামীর প্রতি আরোপিত উপরোক্ত দন্ড একই সাথে চলবে।

আমার কথিত মতে টাইপকৃত ও লিখিত

স্বাক্ষর- মোঃ আতাউর রহমান
০১/০২/২০১৭
বিশেষ জজ
বিশেষ জজ আদালত-১, ঢাকা

স্বাক্ষর- মোঃ আতাউর রহমান
০১/০২/২০১৭
বিশেষ জজ
বিশেষ জজ আদালত-১, ঢাকা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশে জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে ঔষধ সামগ্রী আত্মসাতের ঘটনার বিষয় তদন্তের নিমিত্তে তদন্ত কমিটি গঠন করলে তদন্ত কমিটি যথাযথভাবে তদন্ত কার্য পরিচালনা করে বিগত ইংরেজী ১৮.০৬.২০০৩ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ***ঔষধ পত্রের ষ্টক লেজারে ঔষধ সরবরাহ বা খরচ লিখে রাখা হয়েছে কিন্তু উক্ত ঔষধের কোন চাহিদাপত্র নাই এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চাহিদাপত্রে চাহিদা লেখা থাকলেও সরবরাহ কলামে 'নাই' লেখা আছে। অর্থাৎ চাহিত মাল সরবরাহ করা হয়নি। টিউবারকালিন ইনজেকশন ১৩০০টি ভায়াল লোকাল পারচেজ করা হয়েছে, যাহা ষ্টোর কিপার রিসিভ করলেও তিনি (ষ্টোর কিপার) উহা ষ্টক লেজারে জমা করেন নাই এবং ইনডেন্ট ভাউচারের মাধ্যমে সরবরাহের কোন তথ্য প্রমান পাওয়া যায় নাই। তদন্ত প্রতিবেদন থেকে আরও দেখা যায় ষ্টোর কিপার ঔষধ ও ঔষধ সামগ্রী সরবরাহ না করেই ষ্টক লেজারে সরবরাহ লিখেছে এবং ষ্টক লেজারে জমা না করা মালামাল (ঔষধ, রিএজেন্ট, কেমিক্যাল, এক্সরে ফিল্ম, এক্সরে ক্যাসেট, এক্সরে ক্লিন ও চিকিৎসা সামগ্রী ইত্যাদি) যার সরকারী মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। তদন্ত টিম প্রতিবেদনে আরও উলে-খ করেছে ডিমান্ড ভাউচারে সরবরাহ না করে ষ্টক লেজারে সরবরাহ বা খরচ লেখা এবং ঔষধপত্র রিসিভ করে ষ্টক লেজারে লিপিবদ্ধ না করার বিষয়টি নিতান্তই জালিয়াতি।***

আসামী পক্ষের মোকদ্দমা হলো, যেহেতু জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ষ্টোর রুমে বিগত ইংরেজী ০৪/০৩/০৩ তারিখে চুরি সংঘটিত হয়েছে এবং উক্ত সময়ে এই আসামী ছুটিতে ছিল সেহেতু ষ্টোর রুম থেকে চুরি হওয়া ঔষধ পত্র ও ঔষধ সামগ্রীর জন্য এই আসামীকে অভিযুক্ত করা যায় না।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ০৩ (তিন) সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত টিম যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, তদন্ত টিম ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের জবানবন্দি গ্রহণ করেন। তদন্ত টিম কতৃক সরেজমীনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত টিম দেখতে পান যে, ষ্টোর রুমে তালা পাওয়া যায়নি। আসামী উক্ত তারিখে পূর্ব থেকে ছুটিতে ছিল। তদন্ত টিম ষ্টোর রুম চুরি হওয়ার মতো কোন আলামত পান নাই। তদন্ত টিমের প্রতিবেদন মোতাবেক ষ্টোরের ঔষধ পত্রের হিসাবের গড়মিল ধামাচাপা দেওয়ার জন্য অসৎ উদ্দেশ্যে ষ্টোরের তালা সরিয়ে নিয়ে আসামী চুরির ঘটনা অবতারনা করেছে।

নথী পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র আপীলটি না-মঞ্জুরযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় অত্র আপীলটি না-মঞ্জুর করা হল।

বিজ্ঞ বিশেষ জজ, আদালত নং-১, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ০৮/২০১২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০১.০২.২০১৭ তারিখে তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-আপীলকারী মোঃ মোসলেহ উদ্দিন-কে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ আদালত আসামী-আপীলকারীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ